নিউ থিয়েটার্স।

নিউথিয়েটার্সের নিবেদন

"ভাগ্যচক্র"

[সামাজিক চিত্র]

পণ্ডিত সুদর্শনের লিখিত গল্প হইতে গৃহীত

চিত্রা

ভাগ্যচক্র

○

চিত্রনাট্যে, পরিচালনায় ও চিত্রশিল্পে

নীতীন বসু

সহকারিগণ

সুধীর সেন—পরিচালনায়, চিত্রনাট্য রচনায় ও কথাশিল্পে
অমর মল্লিক—পরিচালনায়
বিনয় চ্যাটার্জ্জি—চিত্রনাট্য রচনায় ও কথাশিল্পে
দিলিপ গুপ্ত—চিত্রশিল্পে
সুধীন মজুমদার ও যোগী দত্ত—চিত্রশিল্পে

○

সঙ্গীত পরিচালনা

রাইচাঁদ বড়াল

পঙ্কজ মল্লিক

○

ব্যবস্থাপনা

অমর মল্লিক

○

সহকারিগণ

অনাথ মিত্র
পুলিন ঘোষ
বোকেন চট্টো

○

শব্দযন্ত্র-শিল্পে

মুকুল বসু

○

সহকারী

শ্যামসুন্দর ঘোষ

○

রসায়নায়

সুবোধ গাঙ্গুলী

○

সম্পাদনায়

সুবোধ মিত্র

○

ভাগ্যচক্র

চরিত্র

হীরালাল	...	...	হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্যামলাল	...	...	**বিশ্বনাথ ভাদুড়ী**
পরিচারিকা	...	...	নগেন্দ্রবালা
সুরদাস	...	...	**কৃষ্ণচন্দ্র দে**
ম্যানেজার	...	...	**অমর মল্লিক**
সহকারী ম্যানেজার	...	...	কেষ্ট দাস
পাঁচির মা	...	...	নিভাননী
দীপক	...	...	**পাহাড়ী সান্যাল**
মীরা	...	...	**উমা দেবী**
মীরার মা	...	...	দেববালা
মিষ্টার রায়	...	...	**দুর্গাদাস ব্যানার্জ্জি**
ডিটেক্‌টিভ্‌দ্বয়	...	...	ইন্দু মুখুয্যে শ্যাম লাহা
পুস্তক বিক্রেতা	...	...	বোকেন চট্টো
সাবিত্রী	...	....	সুরমা
'ষ্টেজের' দীপক	...	...	শৈলেন পাল
কুগায়ক	...	...	অহি সান্যাল

ভাগ্যচক্র—

ভাগ্যচক্র

দুই ভাইএ সদ্ভাবই ছিল, কিন্তু হীরালাল উইল করিবার পর হইতেই শ্যামলালের মন বিষাক্ত হইয়া উঠিল—তাহার ধারণা হইল দাদা তাহাকে তাহার ন্যায্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন।

শ্যামলাল ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হইয়া দাদাকে জব্দ করিবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। উপায় খুঁজিতে বিলম্ব হইল না।

হীরালালের একমাত্র সন্তান, তিন বৎসর বয়স্ক দিলীপ। সংসারে এই শিশু অপেক্ষা প্রিয়তর তাহার আর কিছু ছিল না।

শ্যামলাল দিলীপকে একদিন লোক লাগাইয়া সরাইয়া ফেলিল।

প্রাণপ্রিয় শিশু-পুত্রকে হারাইয়া হীরালাল পাগলের মত হইল। তাহার চোখে সমস্ত সংসার অন্ধকার হইয়া গেল। আনন্দ-কোলাহল-মুখর গৃহ—এখন শ্মশানবৎ নীরব, শোকাচ্ছন্ন হইল।

শ্যামলাল ঝোঁকের মাথায় কাজটা করিয়া ফেলিয়াছিল বটে, কিন্তু কয়েকদিন পরেই উইল দেখিয়া, ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া দিলীপকে উদ্ধার করিয়া আনিবার জন্য সে-ই সবচেয়ে ব্যাকুল হইল। দাদার দিকে চাহিয়া দুঃখে শোকে তাহার অন্তর হাহাকার করিতে লাগিল। তীব্র অনুশোচনায় তাহার দেহ মন দগ্ধ হইতে লাগিল।

দিকে দিকে লোক ছুটিল। যাহা কিছু করিবার সবই হইল, কিন্তু দিলীপের সন্ধান নাই! অবশেষে পুলিশে খবর দেওয়া হইল, সংবাদ-পত্রে বাহির হইল বিজ্ঞাপন।

চেষ্টার কোন ত্রুটিই হইল না—কিন্তু হায়! এত করিয়াও দিলীপের কোন খবরই কেহ আনিতে পারিল না।

* * * * *

নিজের সঙ্গীতে আত্মহারা দরিদ্র অন্ধ-গায়ক সুরদাস কলিকাতায় এক নির্জ্জন পথে ঘুমন্ত শিশু দিলীপকে কুড়াইয়া পাইল। পথে-কুড়ান ঘুমন্ত-শিশুকে সে পরম স্নেহে বুকে করিয়া নিজের গৃহে আনিল।

প্রথমে তাহার মনে হইল—হারাণ ছেলে—বাপ মায়ের নয়নের মণি—তাহারা নিশ্চয়ই খোঁজ-খবর করিয়া শিশুকে ফিরাইয়া লইয়া যাইবে।

দিনের পর দিন যায়, হারান-শিশুর কোন সন্ধানই কেহ করিল না। সুরদাসের মন কিন্তু ইহাতে এক অপূর্ব্ব পুলকে ভরিয়া উঠিল! তাহার মনে হইল, ভগবান তাহাকে দৃষ্টিতে বঞ্চিত করিয়াছেন—কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে দান করিলেন এক অমূল্য সম্পদ।

যাহাকে সুরদাস পথ হইতে কুড়াইয়া আনিল সেই শিশুই ক্রমে তাহার সকল স্নেহ ভালবাসা অধিকার করিয়া মন জুড়িয়া বসিল। শিশু কাঁদিলে

সুরদাস অস্থির হইয়া পড়ে, শিশু হাসিলে তাহার মন আনন্দে নৃত্য করিয়া ওঠে। বৈরাগী সুরদাসকে এই ক্ষুদ্র শিশু ঘোরতর সংসারী করিয়া তুলিল!

এতদিন যাহা পরম অবহেলায় প্রত্যাখান করিয়াছিল, প্রাণাধিক এই শিশুর ভবিষ্যৎ ভাবনায় সুরদাসকে এইবার তাহাই করিতে হইল। সুরদাস এক থিয়েটারে গায়কের চাকরী লইল।

সুকণ্ঠ সুরদাসের খ্যাতি দেশময়। তাহার সংসারের অবস্থাও এখন স্বচ্ছল। সুরদাস বাসা পরিবর্ত্তন করিল এবং শিশুর জন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যয় করিতে লাগিল।

শিশুর নূতন নামকরণ হইল—দীপক।

* * * * *

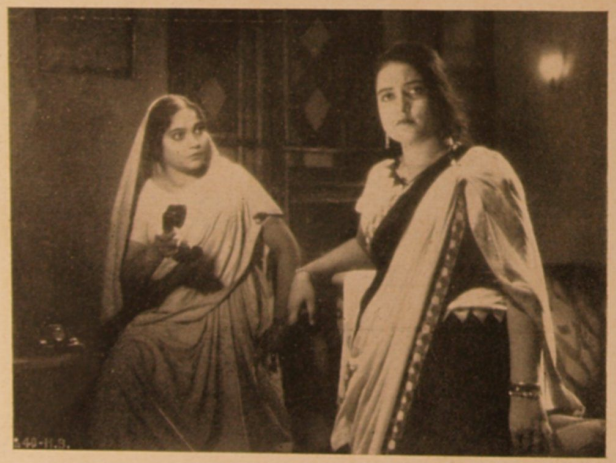

.....২০ বৎসর পরে।

দীপক এখন যুবক। সুরদাসের শিক্ষায় বিখ্যাত রেডিও-গায়ক।

দীপক জানে সুরদাসই তাহার পিতা। সুরদাসও দীপককে সকল দুঃখ কষ্ট অকল্যাণ হইতে রক্ষা করিয়া নিজের সন্তানের মতই মানুষ করিয়া তুলিয়াছে। দীপকের কোন সাধই অপূর্ণ থাকে না—সাধ্যাতীত না হইলে সুরদাস তাহা পূর্ণ করে। "পিতা-পুত্রে"র দিন পরম সুখে কাটিয়া যাইত—কিন্তু ভাগ্যচক্রের লিখন ছিল অন্য প্রকার।

মীরার সহিত দীপকের পরিচয় হইল। পরিচয় ক্রমশঃ গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতে অবশেষে পরিণত হইল প্রেমে।

পিতৃহীনা মীরা ধনীর কন্যা; যে সমাজের মেয়ে সে, দীপকের সমাজ হইতে তাহা বহু উচ্চে। মানুষের শ্রেষ্ঠতা হীনতা যেখানে ধন-দৌলতের মাপকাঠিতে। সুশিক্ষিত, সুশ্রী, সুগায়ক হইলেও দীপক গরীব।

এই অবস্থায় মীরার সহিত দীপকের মিলন—মীরার মা কল্পনাও করিতে পারেন না। মীরার মা নিজ সমাজের কোন ধনী-সন্তানের সহিত কন্যার বিবাহ দিতে চান।

মিঃ রায় অবস্থাপন্ন, সুন্দর, সুশিক্ষিত এবং বিলাতফেরৎ। মীরার মা মনে মনে ইঁহাকেই মীরার ভাবী স্বামীরূপে কল্পনা করিয়া থাকেন। এইজন্য দীপকের সহিত কন্যার এত মেলামেশা তিনি ভাল চোখে দেখেন না।

মায়ের ভাবগতিক দেখিয়া মীরা মাকে বলিল যে, সে নিজেই দীপককে এ বাড়ীতে আসিতে নিষেধ করিয়া দিবে। এখানে আসিয়া তাহার অনাবশ্যক অপমানিত হইবার কোন প্রয়োজন নাই।

মীরার মা কোন সূত্রে জানিতে পারেন যে দীপক সুরদাসের পালিত পুত্র। তাহার নিজের পিতামাতার বিষয় কেহ কিছুই জানে না। কন্যার মনকে বিরূপ করিবার আশায় মা মীরাকেও একদিন এই কথা বলিলেন। কিন্তু মীরার মন ইহা সত্য বলিয়া মানিতে পারিল না।

মীরা দীপককে মায়ের কাছে শোনা সকল কথাই বলিল।

দীপক সুরদাসকে তাহার সত্য পরিচয় সুধাইল। সুরদাস দীপককে হারাইবার ভয়ে সত্য গোপন করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও পারিল না। দীপককে সে সকল কথা খুলিয়া বলিল।

এক নিমেষে দীপকের সমস্ত স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। যাহা সে কখন কল্পনাও করে নাই, যাহা কখনও সম্ভব বলিয়া সে ভাবিতেও পারে নাই—তাহাই আজ কঠোর সত্যের বেশে তাহার সমস্ত জীবন মরুভূমি করিয়া দিবার উপক্রম করিয়াছে!

দীপক মীরার কাছে শেষ বিদায় লইবার জন্য নিজের সত্য পরিচয় জানাইল। কোন কিছুই গোপন করিল না।

কিন্তু মীরার মনের কোন পরিবর্ত্তনই হইল না। যাহাকে একবার ভাল বাসিয়াছে, নিজের মন যাহাকে একবার দান করিয়াছে, তাহাকে সে কখনও ছাড়িতে পারে না। প্রেমাস্পদের জন্য নিজের সমাজ-সংসার পরিত্যাগ করিয়া মীরা দীপকের সঙ্গে মোটরে নিরুদ্দেশ যাত্রা করিল।

*　　*　　*　　*　　*

শিশু-দিলীপ ২০ বৎসর পূর্ব্বে হীরালালের গৃহ চিরঅন্ধকার করিয়া আসে। ২০ বৎসর পরে যুবক দীপক অন্ধ-সুরদাসের জীবন অন্ধকার করিয়া আবার কোথায় চলিয়া গেল!

দীপক ছিল অন্ধ-সুরদাসের নয়ন। সংসারে দীপক ছাড়া তাহার আর কেহ নাই—কিছুই নাই। সেই দীপক আজ নিরুদ্দেশ! সুরদাসের বার বার মনে হইতে লাগিল দীপক ফিরিয়া আসিবেই। যে দীপককে অন্তরের

সমস্ত স্নেহ দিয়া, সর্ব্বস্ব দিয়া সে মানুষ করিয়াছে, সেই দীপক তাহাকে ভুলিয়া কয়দিন থাকিতে পারিবে? যে দীপক সুরদাস ছাড়া একদিনও কোথাও থাকিতে পারে না, সে আসিবে—নিশ্চয়ই ফিরিয়া আসিবে।

দিনের পর দিন কাটিয়া যায়, দীপক ফেরে না। ক্রমশঃ সুরদাসের মন হইতে সকল আশা চলিয়া যায়।

মন হইল আশা-আনন্দহীন। সুরদাসের আজ অর্থের প্রয়োজন ফুরাইল—যাহার জন্য অর্থ, সেই যখন চলিয়া গেল, টাকায় আর তাহার কি হইবে? সুরদাস থিয়েটারের সহিত সকল সম্বন্ধ শেষ করিয়া আবার তাহার পূর্ব্ব জীবনে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

সুরদাস ছাড়িয়া যাওয়ায় থিয়েটারের আকর্ষণও কমিয়া গেল। সুরদাসের নামেই জনসমাগম হইত—সুরদাস চলিয়া গেল, জনসমাগমও কমিতে লাগিল। থিয়েটার প্রায় অচল।

থিয়েটারের ম্যানেজার দেখিল যে সুরদাস ছাড়া ব্যবসা চালান অসম্ভব। যেমন করিয়া হউক সুরদাসকে ফিরাইয়া আনিতেই হইবে। সে সুরদাসের নিকট গিয়া বলিল, যে, দীপক ও সুরদাসের জীবনকথা লইয়া এক নাটক রচনা করিয়া দেশ-বিদেশে তাহারা অভিনয় করিয়া ফিরিবে। নাটকের নাম হইবে "সুরদাস" এবং সুরদাস নিজেই থাকিবে এই নাটকে নাম-ভূমিকায়। দীপক যেখানেই থাক, একদিন না একদিন সে এই অভিনয় দেখিবেই—তাহার প্রাণ কি তখন স্থির থাকিতে পারিবে? সুরদাসকে দেখিলে দীপক—সুরদাসের দীপক—তাহার কোলে ফিরিয়া আসিবেই।

নিবিড় অন্ধকারে সুরদাস আশার আলো দেখিতে পাইল। সুরদাস আবার থিয়েটারে ফিরিল।

*　　*　　*　　*　　*

সম্মুখে অনন্ত পথ। মোটরে মীরা ও দীপক। যাত্রার শেষ কোথায় কেহ জানে না।

পিছনে আর একটি মোটর। তাহাতে হীরালালের নিযুক্ত দুইজন গোয়েন্দা এবং শ্যামলাল। গোয়েন্দা দুইজন ইতিমধ্যে দীপক সম্বন্ধে বহু তথ্য জানিয়াছে—আর সামান্য কিছু পাইলেই দীপক হীরালালের পুত্র বলিয়া প্রমাণিত হইবে।

হঠাৎ পিছনে মোটর দেখিয়া দীপক মনে করিল মীরার মা তাহাদের ধরিবার জন্য লোক পাঠাইয়াছেন। এই অবস্থায় ধরা পড়া, তাহার পর মীরার মাতার কাছে—সমাজের কাছে মুখ দেখাইবার কথা মনে করিতেও তাহাদের বুক কাঁপিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে মোটর ছুটিল ঝড়ের বেগে। ফলে হইল এক প্রচণ্ড দুর্ঘটনা। গাড়ী হইতে দুইজন ছিটকাইয়া পড়িল।

দীপক মাথায় অতি সাংঘাতিক আঘাত পাইল। আঘাত এত গুরুতর যে দীপকের স্মৃতি নষ্ট হইয়া গেল। দীপক মীরাকেও আর চিনিতে পারে না!

দুর্ঘটনার পর শ্যামলাল, দীপক এবং মীরাকে বেনারসে নিজের বাড়ীতে লইয়া গেল।

কোন প্রকার চিকিৎসাই বাকি থাকিল না—কিন্তু সবই বৃথা হইল। দীপকের নষ্ট-স্মৃতি আবার যে কখনও ফিরিয়া আসিবে—হীরালাল এ আশা প্রায় ত্যাগ করিল। এখন একমাত্র ভরসা—হঠাৎ অত্যধিক কোন আনন্দ বা বেদনার আঘাতে দীপক তাহার নষ্ট-স্মৃতি ফিরিয়া পাইতেও পারে।

*　　*　　*　　*　　*

বেনারসে "সুরদাস" অভিনয়। হীরালাল দীপককে লইয়া অভিনয় দেখিতে আসিয়াছে।

পর্দ্দা উঠিল।

মঞ্চে সুরদাস—অন্ধ সুরদাস!!

দীপকের মন কেন চঞ্চল হইল?·········

দীপক ভাবে······

"অন্ধগায়ক সুরদাস······

"বহু দিনের চেনা বলিয়া মনে হয়···············

"বহু দিনের কথা···············

"অন্ধ-সুরদাস······দীপক·········

অভিনয় চলিয়াছে—দৃশ্যের পর দৃশ্য, শিশু-দীপকের শৈশব হইতে পর পর তাহার সমস্ত জীবন-দৃশ্য সাজানো। সুরদাসের স্নেহ ভালবাসা······

দীপকের মনে পড়িতেছে—সবই যেন তাহার জানা কথা···চেনা-লোকের কথা······

হঠাৎ দীপকের মন হইতে বিস্মৃতির ঘন-পর্দ্দা সরিয়া গেল! সুরদাস—মীরা—একে একে সবই তাহার মনে ভাসিয়া উঠিল·········

ভাগ্যচক্রের শেষ-খেলা—হীরালাল ফিরিয়া পাইল তাহার হারান-দিলীপকে। সুরদাস পাইল তাহার দীপককে। দীপক পাইল মীরাকে।

ভাগ্যচক্র—

গান

মনরে আমার খুলেদে তোর দ্বার
আসুক্ আলো ঘুচুক অন্ধকার।
জগতে আজ কিসের মেলা, কতই কান্না-হাসির খেলা,
শুধায় না কেউ আমার কথা, রইযে পথের ধার॥
ভাঙ্গা-গড়ার বিপুল ধরায় এক নিমেষেই সকল হারায়,
ভেঙ্গে যে যায় দু'দিন পরে সকল অহঙ্কার॥
তাঁর চরণে জানাই নতি যিনি পথিক-জনের গতি,
তিনিই শুধু সহায় হীনের পরম আপনার॥

ওরে পথিক তাকা পিছন পানে।
চোর আসে ঐ চুপি চুপি জানাই কাণে কাণে।
যা'-কিছু তোর সঞ্চিত ধন এবার সে যে ক'রবে হরণ,
হয়তো ধরা পড়্বি এখন কোন ফাঁকে কে জানে॥
বাঁধরে বোঝা, চল্রে সোজা ভর্সা আনি।
করিস্নে ভয় পরাজয়ে নিস্নে মানি
যাবার বেলায় পথের বাঁকে, শোন বুঝি কে পিছু ডাকে
দিস্নে সাড়া কোনো নামে, কোনো নতুন টানে॥

মোরা পুলক যাচি', তবু সুখ না মানি,—
যদি ব্যথায় দোলে, তব হৃদয় খানি॥

তব চোখেরি ভাষা, যদি না আনে আশা
তবে কেমনে গাহি সুধা-সরস-বাণী॥

আমার ভবনে আজি মোহন এসো।
অধর-ধরা বেণু-বাদন এসো।
শিরে শোভে শিখী-পাখা,
নয়নে অমিয়া-মাখা,—
নূপুর রণিয়া প্রেম-সাধন এসো॥

ক্ষণিক মধুর তব হাসির লাগি'—
মোদের আনন্দ-লোক নিতি ওঠে জাগি'।
রহে হিয়ায় প্রীতি,
রাজে কণ্ঠে গীতি,
প্রাণে জয় কামনা, তুমি পূরাবে জানি॥

আমার ভুবন ভ'রে বেজেছে আজ
প্রণয় পাগল সুর
সেই সুরের হারে সাজাই তোমায়
সুন্দর মধুর॥

তুমি আমার প্রিয়তম
জানাতে চায় হৃদয় মম,
রও যে আমার আঁখির 'পরে
নিতুই সুমধুর॥

ভোলাও মোরে মোহন রূপে
চোখের ভাষায় চুপে চুপে
আমার প্রাণে তোমার খেলা
করো পরিপূর॥

লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেল।—
সখি কি পুছসি অনুভব মোয়
সোই পীরিতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নৌতুন হোয়।
জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনল
শ্রুতি পথে পরশ না গেল॥

কেন পরাণ হোলো বাঁধন-হারা মন না জানে।
জানাই হিয়ার গোপন বাণী গানে গানে॥
ওগো বন্ধু পথের সাথী,—
আসে যদি নিবিড় রাতি,
তোমায় স্মরি জীবন-সখা
চল্‌বো অলখ্ পানে,
তোমায় প্রিয় জানাতে চাই গানে গানে॥
দুঃখ-সুখ চিনতে হবে,
ভুলের নেশা টুট্‌বে তবে,
অকারণ এই চঞ্চলতা
জাগে যদি প্রাণে,
আনন্দ তান লাগবে তখন গানে গানে॥

সুন্দর মম শুনালে যে কোন বাণী
হরষে মগন ধরা।
সে-বারতা মোর মরমের জানি জানি
আশার রাগিণী-ভরা।
জীবনে আসিয়া দাঁড়ালে গো রমণীয়
কহিলে পরাণ-প্রিয়—
"তোমার বীণায় মোর গান সেধে নিয়ো—"
ধরা দিনু অগোচরা॥
হৃদয় আমার ফুটিল কুসুম হ'য়ে
সকল মাধুরী ল'য়ে
সপিনু তোমারে সে ফুল গোপনে র'য়ে—
ভরি ডালা মনোহরা॥

হৃদয় আমার, আনন্দ তোর জাগ্‌লোরে আজ জাগ্‌লোরে
মাতিয়ে দেবার, নাচিয়ে দেবার অধীর নেশা লাগ্‌লোরে।
অনন্ত প্রাণ কী উল্লাসে
নাচে যে ঐ, অট্ট-হাসে
জীবন দোলে তালে তালে বিভোল-মাতন লাগ্‌লোরে॥

বুকের মাঝে নিলেম যা'রে
ফাঁকি—যে দেয় সেই আমারে,
শূন্য পরাণ দাও ভরে দাও হে মোর প্রেমময়,
অন্ধজনের আলো তুমি ওহে জ্যোতির্ম্ময়॥

প্রকাশক—শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, নিউ থিয়েটার্স লিমিটেড্
১৭১, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রিণ্টার—শ্রীশশধর চক্রবর্ত্তী, কালিকা প্রেস
২১, ডি. এল. রায় ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নিউ থিয়েটার্সের নিবেদন—

ভাগ্যচক্র

পণ্ডিত সুদর্শনের লিখিত গল্প হইতে গৃহীত

—চিত্র পরিবেশক—

অরোরা ফিল্ম কর্‌পোরেশন্ লিমিটেড্

১২৫, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

চিত্রনাট্য, পরিচালনা ও চিত্র শিল্প

নীতীন বসু

ভূমিকায়—

বিশ্বনাথ, দুর্গাদাস, পাহাড়ী, কৃষ্ণচন্দ্র, অমর মল্লিক

উমা, দেববালা প্রভৃতি

ভাগ্যচক্র

দুই ভাইএ সদ্ভাবই ছিল, কিন্তু হীরালাল উইল করিবার পর হইতেই শ্যামলালের মন বিষাক্ত হইয়া উঠিল—তাহার ধারণা হইল দাদা তাহাকে তাহার ন্যায্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। শ্যামলাল ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হইয়া দাদাকে জব্দ করিবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। উপায় খুঁজিতে বিলম্ব হইল না।

হীরালালের একমাত্র সন্তান, তিন বৎসর বয়স্ক দিলীপ। শ্যামলাল দিলীপকে একদিন লোক লাগাইয়া সরাইয়া ফেলিল।

প্রাণপ্রিয় শিশু-পুত্রকে হারাইয়া হীরালাল পাগলের মত হইল। তাহার চোখে সমস্ত সংসার অন্ধকার হইয়া গেল।

শ্যামলাল ঝোঁকের মাথায় কাজটা করিয়া ফেলিয়াছে বটে, কিন্তু কয়েকদিন পরেই উইল দেখিয়া, ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া দিলীপকে উদ্ধার করিয়া আনিবার জন্য সে-ই সবচেয়ে ব্যাকুল হইল। তীব্র অনুশোচনায় তাহার দেহ মন দগ্ধ হইতে লাগিল।

দিকে দিকে লোক ছুটিল। পুলিসে খবর দেওয়া হইল, সংবাদ-পত্রে বাহির হইল বিজ্ঞাপন। কিন্তু হায়! এত করিয়াও দিলীপের কোন খবরই কেহ আনিতে পারিল না।

* * * * *

নিজের সঙ্গীতে আত্মহারা দরিদ্র অন্ধ-গায়ক সুরদাস কলিকাতায় এক নির্জ্জন পথে ঘুমন্ত শিশু দিলীপকে কুড়াইয়া পাইল। পথে-কুড়ান ঘুমন্ত-শিশুকে সে পরম স্নেহে বুকে করিয়া নিজের গৃহে আনিল।

দিনের পর দিন যায়, হারাণ-শিশুর কোন সন্ধানই কেহ করিল না। সুরদাসের মন কিন্তু ইহাতে এক অপূর্ব্ব পুলকে ভরিয়া উঠিল! তাহার মনে হইল, ভগবান তাহাকে দৃষ্টিতে বঞ্চিত করিয়াছেন—কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে দান করিলেন এক অমূল্য সম্পদ।

যাহাকে সুরদাস পথ হইতে কুড়াইয়া আনিল সেই শিশুই ক্রমে তাহার সকল স্নেহ ভালবাসা অধিকার করিয়া মন জুড়িয়া বসিল। বৈরাগী সুরদাসকে এই ক্ষুদ্র শিশু ঘোরতর সংসারী করিয়া তুলিল!

এতদিন যাহা পরম অবহেলায় প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, প্রাণাধিক এই শিশুর ভবিষ্যৎ ভাবনায় সুরদাসকে এইবার তাহাই করিতে হইল। সুরদাস এক থিয়েটারে গায়কের চাকরী লইল।

সুকণ্ঠ সুরদাসের খ্যাতি দেশময়। তাহার সংসারের অবস্থাও এখন স্বচ্ছল। সুরদাস বাসা পরিবর্ত্তন করিল এবং শিশুর জন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যয় করিতে লাগিল। শিশুর নূতন নামকরণ হইল—দীপক।

* * * * *

..... ২০ বৎসর পরে।

দীপক এখন যুবক। সুরদাসের শিক্ষায় বিখ্যাত রেডিও-গায়ক। দীপক জানে সুরদাসই তাহার পিতা! দীপকের কোন সাধই অপূর্ণ থাকে না—সাধ্যাতীত না হইলে সুরদাস তাহা পূর্ণ করে। "পিতা-পুত্রে"র দিন পরম সুখে কাটিয়া যাইত—কিন্তু ভাগ্যচক্রের লিখন ছিল অন্য প্রকার!

মীরার সহিত দীপকের পরিচয় হইল। পরিচয় ক্রমশঃ গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতে অবশেষে পরিণত হইল প্রেমে। পিতৃহীনা মীরা ধনীর কন্যা; যে সমাজের মেয়ে সে, দীপকের সমাজ তাহা হইতে বহু উচ্চে। মানুষের শ্রেষ্ঠতা হীনতা যেখানে ধন-দৌলতের মাপকাঠিতে। সুশিক্ষিত, সুশ্রী, সুগায়ক হইলেও দীপক গরীব।

এই অবস্থায় মীরার সহিত দীপকের মিলন—মীরার মা কল্পনাও করিতে পারেন না। মীরার মা নিজ সমাজের কোন ধনী-সন্তানের সহিত কন্যার বিবাহ দিতে চান।

মিঃ রায় অবস্থাপন্ন, সুন্দর, সুশিক্ষিত এবং বিলাতফেরৎ। মীরার মা মনে মনে ইঁহাকেই মীরার ভাবী স্বামীরূপে কল্পনা করিয়া থাকেন।

মায়ের ভাবগতিক দেখিয়া মীরা মাকে বলিল যে সে নিজেই দীপককে এ বাড়ীতে আসিতে নিষেধ করিয়া দিবে। এখানে আসিয়া তাহার অনাবশ্যক অপমানিত হইবার কোন প্রয়োজন নাই।

মীরার মা কোন সূত্রে জানিতে পারেন যে দীপক সুরদাসের পালিত পুত্র। কন্যার মনকে বিরূপ করিবার আশায় মা মীরাকেও একদিন এই কথা বলিলেন। কিন্তু মীরার মন ইহা সত্য বলিয়া মানিতে পারিল না।

মীরা দীপককে মায়ের কাছে শোনা সকল কথাই বলিল।

দীপক সুরদাসকে তাহার সত্য পরিচয় সুধাইল। সুরদাস দীপককে হারাইবার ভয়ে সত্য গোপন করিবার প্রাণপন চেষ্টা করিয়াও পারিল না।

দীপককে সে সকল কথা খুলিয়া বলিল।

এক মিমেষে দীপকের সমস্ত স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। যাহা সে কখনও কল্পনাও করে নাই, যাহা কখনও সম্ভব বলিয়া সে ভাবিতেও পারে নাই—তাহাই আজ কঠোর সত্যের বেশে তাহার সমস্ত জীবন মরুভূমি করিয়া দিবার উপক্রম করিয়াছে!

দীপক মীরার কাছে শেষ বিদায় লইবার জন্য নিজের সত্য পরিচয় জানাইল।

কিন্তু মীরার মনের কোন পরিবর্ত্তন হইল না। নিজের মন যাহাকে একবার দান করিয়াছে, তাহাকে সে কখনও ছাড়িতে পারে না। প্রেমাস্পদের জন্য নিজের সমাজ সংসার পরিত্যাগ করিয়া মীরা দীপকের সঙ্গে মোটরে নিরুদ্দেশ যাত্রা করিল।

* * * * *

শিশু-দিলীপ ২০ বৎসর পূর্ব্বে হীরালালের গৃহ চির অন্ধকার করিয়া আসে। ১০ বৎসর পরে যুবক দীপক অন্ধ-সুরদাসের জীবন অন্ধকার করিয়া আবার কোথায় চলিয়া গেল।

দীপক ছিল অন্ধ-সুরদাসের নয়ন। সেই দীপক আজ নিরুদ্দেশ! যে দীপককে অন্তরের সমস্ত স্নেহ দিয়া, সর্ব্বস্ব দিয়া সে মানুষ করিয়াছে, সেই দীপক তাহাকে ভুলিয়া কয়দিন থাকিতে পারিবে? যে দীপক সুরদাস ছাড়া একদিনও কোথাও থাকিতে পারে না, সে আসিবে—নিশ্চয়ই ফিরিয়া আসিবে।

দিনের পর দিন কাটিয়া যায়, দীপক ফেরে না।

সুরদাসের আজ অর্থের প্রয়োজন ফুরাইল—যাহার জন্য অর্থ, সেই যখন চলিয়া গেল, টাকা আর তাহার কি হইবে? সুরদাস থিয়েটারের সহিত সকল সম্বন্ধ শেষ করিয়া আবার তাহার পূর্ব্ব জীবনে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

সুরদাস ছাড়িয়া যাওয়ায় থিয়েটারের আকর্ষণও কমিয়া গেল। সুরদাসের নামেই জনসমাগম হইত—সুরদাস চলিয়া গেল, জনসমাগমও কমিতে লাগিল। থিয়েটার প্রায় অচল।

থিয়েটারের ম্যানেজার দেখিল যে সুরদাস ছাড়া ব্যবসা চালান অসম্ভব। যেমন করিয়া হউক সুরদাসকে ফিরাইয়া আনিতেই হইবে। সে সুরদাসের নিকট গিয়া বলিল, যে, দীপক ও সুরদাসের জীবনকথা লইয়া এক নাটক রচনা করিয়া দেশ-বিদেশে তাহার অভিনয় করিয়া ফিরিবে। নাটকের নাম হইবে "সুরদাস" এবং সুরদাস নিজেই থাকিবে এই নাটকে নাম-ভূমিকায়।

দীপক যেখানেই থাক, একদিন না একদিন সে এই অভিনয় দেখিবেই—তাহার প্রাণ কি তখন স্থির থাকিতে পারিবে? সুরদাসকে দেখিলে দীপক—সুরদাসের দীপক—তাহার কোলে ফিরিয়া আসিবেই।

নিবিড় অন্ধকারে সুরদাস আশার আলো দেখিতে পাইল। সুরদাস আবার থিয়েটারে ফিরিল।

* * * * *

সম্মুখে অনন্ত পথ। মোটরে মীরা ও দীপক। যাত্রার শেষ কোথায় কেহ জানে না।

পিছনে আর একটি মোটর। তাহাতে হীরালালের নিযুক্ত দুইজন গোয়েন্দা এবং শ্যামলাল।

হটাৎ পিছনে মোটর দেখিয়া দীপক মনে করিল মীরার মা তাহাদের ধরিবার জন্য লোক পাটাইয়াছেন। এই অবস্থায় ধরা পড়া, তাহার পর মীরার মাতার কাছে—সমাজের কাছে মুখ দেখাইবার কথা মনে করিতেও তাদের বুক কাঁপিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে মোটর ছুটিল, ঝড়ের বেগে। ফলে হইল এক প্রচণ্ড দুর্ঘটনা। গাড়ী হইতে দুজন ছিটকাইয়া পড়িল। দীপক মাথায় সাংঘাতিক আঘাত পাইল।

দুর্ঘটনার পর শ্যামলাল, দীপক এবং মীরাকে বেনারসে নিজের বাড়ীতে লইয়া গেল।

কোন প্রকার চিকিৎসাই বাকি থাকিল না—কিন্তু সবই বৃথা হইল দীপকের নষ্ট-স্মৃতি আবার যে কখনও ফিরিয়া আসিবে—হীরালাল এ আশা প্রায় ত্যাগ করিল।

* * * * *

বেনারসে "সুরদাস" অভিনয়! হীরালাল দীপককে লইয়া অভিনয় দেখিতে আসিয়াছেন।

পর্দ্দা উঠিল।

মঞ্চে সুরদাস—অন্ধ সুরদাস!!

দীপকের মন কেন চঞ্চল হইল?.....

দীপক ভাবে.....

"অন্ধগায়ক সুরদাস.....

"বহু দিনের চেনা বলিয়া মনে হয়.....

"বহু দিনের কথা.....

"অন্ধ-সুরদাস.....দীপক.....

অভিনয় চলিয়াছে—দৃশ্যের পর দৃশ্য, শিশু দীপকের শৈশব হইতে পর পর তাহার সমস্ত জীবন-দৃশ্য সাজানো। সুরদাসের স্নেহ ভালবাসা.....

দীপকের মনে পড়িতেছে—সবই যেন তাহার জানা কথা—চেনা লোকের কথা.....

হঠাৎ দীপকের মন হইতে বিস্মৃতির ঘন পর্দা সরিয়া গেল। সুরদাস—মীরা—একে একে সবই তাহার মনে ভাসিয়া উঠিল।.....

ভাগ্যচক্রের শেষ খেলা—হীরালাল ফিরিয়া পাইল তাহার হারান দিলীপকে। সুরদাস পাইল তাহার দীপককে। দীপক পাইল মীরাকে।

গান

[১]

মনরে আমার খুলে দে তোর দ্বার
আসুক আলো ঘুচুক অন্ধকার।
জগতে আজ কিসের মেলা, কতই কান্না-
হাঁসির খেলা,
শুধায় না কেউ আমার কথা, রই যে
পথের ধার॥
ভাঙ্গা-গড়ার বিপুল ধরায় এক নিমেষেই
সকল হারায়,
ভেঙ্গে যে যায় দুদিন পরে সকল অহঙ্কার॥
তাঁর চরণে জানাই নতি যিনি পথিক-
জনের গতি,
তিনিই শুধু সহায় হীনের পরম আপনার॥

[২]

ওরে পথিক, তাকা পিছন পানে।
চোর আসে ঐ চুপি চুপি জানাই
কাণে কাণে।
যা'-কিছু তোর সঞ্চিত ধন এবার সে
যে ক'রবে হরণ,
হয়তো ধরা পড়বি এখন কোন্ ফাঁকে
কে জানে॥
বাঁধরে বোঝা, চলরে সোজা ভরসা আনি।
করিস্‌নে ভয় পরাজয়ে নিস্‌নে মানি
যাবার বেলায় পথের বাঁকে, শোন বুঝি
কে পিছু ডাকে
দিস্‌নে সাড়া কোনো নামে, কোনো
নতুন টানে॥

[৩]

মোরা পুলক যাচি', তবু সুখ না মানি,—
যদি বাথায় দোলে, তব হৃদয় খানি॥
তব চোখেরি ভাষা, যদি না আনে আশা
তবে কেমনে গাহি সুধা-সরস-বাণী॥
আমার ভবনে আজি মোহন এসো।
অধর-ধরা বেণু-বাদন এসো।
শিরে শোভে শিখী পাখা,
নয়নে, অমিয়া-মাখা,—
নূপুর রণিয়া প্রেম-সাধন এসো॥
ক্ষণিক মধুর তব হাসির লাগি'—
মোদের আনন্দ-লোক নিতি ওঠে জাগি'
রহে হিয়ায় প্রীতি,
রাজে কণ্ঠে গীতি,
প্রাণে জয় কামনা, তুমি পূরাবে জানি॥

[৪]

আমার ভুবন ভ'রে বেজেছে আজ
প্রণয় পাগল সুর
সেই সুরের হারে সাজাই তোমায়
সুন্দর মধুর॥
তুমি আমার প্রিয়তম
জানাতে চায় হৃদয় মম,
রও যে আমার আঁখির 'পরে
নিতুই সুমধুর॥
ভোলাও মোরে মোহন রূপে
চোখের ভাষায় চুপে চুপে
আমার প্রাণে তোমার খেলা
করো পরিপূর॥

[৫]

লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেল।—
সখি কি পুছসি অনুভব মোয়
সেই পীরিতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নৌতুন হোয়।
জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল
সোই মধুর বোল শ্রবনহি শুনল
শ্রুতি পথে পরশ না গেল॥

[৬]

কেন পরাণ হলো বাঁধন হারা মন না জানে।
জানাই হিয়ার গোপন বাণী গানে গানে॥
ওগো বন্ধু পথের সাথী,—
আসে যদি নিবিড় রাতি,
তোমায় স্মরি জীবন-সখা
চল্‌বো অলখ্ পানে,
তোমায় প্রিয় জানাতে চাই গানে গানে॥
দুঃখ-সুখ চিন্‌তে হবে,
ভুলের নেশা টুট্‌বে তবে,
অকারণ এই চঞ্চলতা
জাগে যদি প্রাণে,
আনন্দ তান লাগবে তখন গানে গানে॥

[৭]

সুন্দর মম শুনালে যে কোন বাণী
হরষে মগন ধরা।
সে-বারতা মোর মরমের জানি জানি
আশার রাগিণী-ভরা।
জীবনে আসিয়া দাঁড়ালে গো রমণীয়
কহিলে পরাণ-প্রিয়—
'তোমার বীণায় মোরে গান সেধে নিয়ো—'
ধরা দিনু অগোচরা॥
হৃদয় আমার ফুটিল কুসুম হ'য়ে
সকল মাধুরী ল'য়ে
সঁপিনু তোমারে সে ফুল গোপনে র'য়ে—
ভরি ডালা মনোহরা।

[৮]

হৃদয় আমার, আনন্দ তোর জাগলোরে
আজ জাগলোরে
মাতিয়ে দেবার, নাচিয়ে দেবার অধীর
নেশা লাগলোরে।
অনন্ত প্রাণ কী উল্লাসে
নাচে যে ঐ অট্ট-হাঁসে
জীবন দোলে তালে তালে বিভোল-
মাতন লাগলোরে॥

[৯]

বুকের মাঝে নিলেম যা'রে
ফাঁকি—যে দেয় সেই আমারে,
শূন্য পরাণ দাও ভরে দাও হে মোর প্রেমময়,
অন্ধজনের আলো তুমি ওহে জ্যোতির্ময়॥

নিউ থিয়েটার্সের অতুলনীয়
চিত্রসম্ভার—

চণ্ডীদাস

মীরাবাঈ

দেবদাস

বিদ্যাপতি

দিদি

দেশের মাটি

সাপুড়ে

পরিচয়

উদয়ের পথে

নার্স সিসি

রামের সুমতি

প্রতিবাদ

মন্ত্রমুগ্ধ

বিষ্ণুপ্রিয়া

নির্ম্মীয়মান চিত্রাবলী—

পরিত্রাণ

পরিচালনা—ভোলা মিত্র

প্রবোধ স্যান্যালের

মহাপ্রস্থানের পথে

পরিচালনা—কার্ত্তিক চট্টোপাধ্যায়

নিউ থিয়েটার্সের বাংলা চিত্রের একমাত্র পরিবেশক—

অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন লিমিটেড

১২৫, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মহাজাতি আর্ট প্রেস, কলিকাতা ২৫